দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 02 MAR 2008
পৃষ্ঠা 12 কলাম 1

শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত

# খুলনা ভার্সিটির ৯১ জন শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা ছুটিতে

ডি এম রেজা

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ ও উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এখন চরম শিক্ষক সংকটে ভুগছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি স্কুলের ১৬টি ডিসিপ্লিনে ৪ হাজার ২৮৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য মোট শিক্ষক রয়েছেন ২৬০ জন। শিক্ষক স্বল্পতা থাকলেও শিক্ষা ছুটিতে যাওয়া শিক্ষকের সংখ্যা উদ্বেগজনক। সর্বশেষ তথ্যে জানা গেছে, এ মুহূর্তে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৯১ জন শিক্ষক একযোগে শিক্ষা ছুটি ভোগ করছেন। এ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃঃ ১০ঃ কঃ ৪

# খুলনা ভার্সিটির ৯১ জন শিক্ষক

১২-এর পৃষ্ঠার পর

মোট শিক্ষক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ শিক্ষকই শিক্ষা কার্যক্রমে অনুপস্থিত রয়েছেন। ৩/৪ বছর ধরে শিক্ষা ছুটিতে রয়েছেন এমন নজিরও এখানে রয়েছে। শিক্ষা ছুটিতে থাকা শিক্ষকদের বেতন বাবদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রতিবছর কোটি টাকার উপরে ব্যয় করতে হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কয়েকটি অসাধু সিন্ডিকেট 'শিক্ষা ছুটি বাণিজ্য' নিয়ে ছিল। সিন্ডিকেটগুলো নিজেদের পছন্দমাফিক শিক্ষকদের বিশেষ সুবিধার বিনিময়ে শিক্ষা ছুটি মঞ্জুরের ব্যবস্থা করে দিত। এমনও দেখা গেছে, একটি ডিসিপ্লিনে ২১ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৪ জনকেই শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি স্কুলে মোট ১৬টি ডিসিপ্লিন রয়েছে। এর মধ্যে 'অ্যাগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনে ১৬ জনের মধ্যে ৩ জন, বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনে ১৮ জনের মধ্যে ১১ জন, কম্পিউটার সায়েন্স ডিসিপ্লিনে ২১ জনের মধ্যে ১৪ জন শিক্ষক ছুটিতে রয়েছেন। এ ছাড়া আর্কিটেকচার ডিসিপ্লিনে ২০ জনের মধ্যে ৮ জন, বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিনে, ২০ জনের মধ্যে ৬ জন, ইকোনমিক্স ডিসিপ্লিনে ১৩ জনের মধ্যে ৪ জন, ইংলিশ ডিসিপ্লিনে ১৪ জনের মধ্যে ৩ জন, ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন ডিসিপ্লিনে ১১ জনের মধ্যে ১ জন, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিনে ১৪ জনের মধ্যে ২ জন, ফিশারিজ ডিসিপ্লিনে ২২ জনের মধ্যে ৬ জন, ফরেস্ট্রি এন্ড উড ডিসিপ্লিনে ২৩ জনের মধ্যে ১০ জন, ম্যাথমেটিক্স ডিসিপ্লিনে ১১ জনের মধ্যে ২ জন, ফার্মেসী ডিসিপ্লিনে ১৪ জনের মধ্যে ৬ জন, সয়েল সায়েন্স ডিসিপ্লিনে ১১ জনের মধ্যে ১ জন, সোসিওলজি ডিসিপ্লিনে ৭ জনের মধ্যে ৩ জন এবং আরবান এন্ড প্লানিং ডিসিপ্লিনে ২০ জনের মধ্যে ১০ জন শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে রয়েছেন। এ তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপকও রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষে আরো ১০ জন শিক্ষক 'লিয়েন'-এর মাধ্যমে অন্যত্র কর্মরত রয়েছেন বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯১ জন শিক্ষক একযোগে শিক্ষা ছুটিতে থাকায় তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে শিক্ষার্থী ও স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর। সাধারণ শিক্ষার্থী যারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছে, তাদের কয়েকজন জানিয়েছে, নিজ ডিসিপ্লিনের শিক্ষকদের সবার নাম জানলেও এখন পর্যন্ত কোন কোন শিক্ষককে তারা চোখেও দেখেনি। শিক্ষক স্বল্পতার ফলে শিক্ষা কার্যক্রমে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বলে তারা জানিয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি মহল শিক্ষা ছুটিকে বাণিজ্যে পরিণত করেছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ নজরুল ইসলাম জানান, একযোগে এত শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে থাকায় স্বাভাবিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর প্রভাব পড়ছে।